মা
সি
ক

আল কারীম

ইসলাম দেশ ও মানবতার কথা বলে

নভেম্বর ২০২১ ঈ., রবি. আউয়াল - রবি. সানি ১৪৪৩ হি.
কার্তিক - অগ্রহায়ণ ১৪২৮ বাং., ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৭৪ সংখ্যা

পৃষ্ঠপোষক

মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম
[পীর সাহেব চরমোনাই]

উপদেষ্টামণ্ডলী

মাওলানা সৈয়দ মুমতাজুল করীম মোস্তাক
প্রিন্সিপাল মাও. সৈয়দ মোসাদ্দেক বিল্লাহ আল-মাদানী
মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম
মাওলানা নূরুল হুদা ফয়েজী
অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুছ আহমাদ
খন্দকার গোলাম মাওলা

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক
মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ নূরুল করীম কাসেমী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা গাজী মুহাম্মদ আতাউর রহমান

নির্বাহী সম্পাদক
মুফতি দেলাওয়ার হোসাইন সাকী

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মাওলানা আরিফুল ইসলাম

মূল্য ২০/-

মাসিক আল কারীম
বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটির একটি মুখপত্র
ফারজানা টাওয়ার (৬ষ্ঠ তলা), নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
০২-৯৫১২১৫৪, ০২-৪৭১১৪০৪০

সূচিপত্র

দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম ০৩

আত্মশুদ্ধি অর্জনের সহজ পন্থা
শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী ০৬

চরমোনাই মাহফিল বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব
শেখ ফজলুল করীম মারুফ ১২

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা
মুহাম্মদ হাবিব উল্লাহ ১৭

রব : একটি পর্যালোচনা
মুফতি রেজাউল কারীম আবরার ২২

জরুরি কয়েকটি বিষয়
মাওলানা গাজী মুহাম্মাদ জাফর ইমাম ২৫

ওয়াজ মাহফিল : এখন যে সংশোধন জরুরি
আবুল ফাতাহ কাসেমি ২৮

কওমী মাদরাসায় সরকারী হস্তক্ষেপ কাম্য নয়
মুফতি আবদুল হক (ফকির) ৩২

ইলমী ময়দানে মুসলিম নারী
মো. মাছউদুর রহমান ৩৪

আপনার প্রশ্ন ও শরয়ী সমাধান ৩৭

পীর-অলিগণের কারামাত সত্য
আবদুল্লাহিল হাদী ৪০

ধারাবাহিক উপন্যাস : শান্তির দূত
নসীম হিজাযী ৪২

আদর্শ তালীম ও হালকায়ে জিকির সফলভাবে বাস্তবায়নে সহায়ক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা
খন্দকার গোলাম মাওলা ৪৫

চিশতিয়া সাবেরিয়া তরীকার প্রথম সবক ৪৮

যো গা যো গ

মাসিক আল কারীম, ৫১.৫১/এ, (৬ষ্ঠ তলা), পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
সম্পাদনা : ০১৮১৯ ৮৫ ৫১ ০৯
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন : ০১৭১৮ ২৫ ৬৫ ৫৯
ই-মেইল : masikalkarim@gmail.com

সম্পাদকীয়

প্রতি বছরের মতো এবারও অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশ চরমোনাই'র অগ্রহায়ণের মাহফিল। বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে সবচেয়ে কাঙ্খিত ও আকর্ষণীয় এ মাহফিলের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। নভেম্বরের ২৬, ২৭ ও ২৮ তারিখের পরিবর্তে বিশেষ কারণে এবারের অগ্রহায়ণের মাহফিল আগামী ৮, ৯ ও ১০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।

চরমোনাই মাদরাসার উদ্যোগে ও বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটি'র ব্যবস্থাপনায় চরমোনাইতে প্রতি বছর দু'টি মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এর একটি অগ্রহায়ণ মাসে অপরটি ফাল্গুন মাসে। দু'টি মাহফিলেই গোটা দেশ থেকে ধর্মপ্রাণ মানুষ সমবেত হন নিজেদের সংশোধন তথা আত্মশুদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে। অগ্রহায়ণ মাসে সাধারণত আশেপাশের জমিতে ফসল ও পানি থাকে। এজন্যে জায়গার সংকটের কারণে অগ্রহায়ণের মাহফিলে ব্যাপক উপস্থিতির ব্যাপারে আয়োজনগণ সবাইকে উৎসাহ প্রদান করেন না। তারপরও দিনদিনই মাহফিলে ধর্মপ্রাণ মানুষের উপস্থিতি ধারণ ক্ষমতা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

চরমোনাই'র হযরত পীর সাহেব হুজুর এবং তরীকার অন্যান্য বুজুর্গ মুরুব্বিগণের অক্লান্ত দাওয়াতী মেহনত এবং বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটিসহ মরহুম পীর সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য মিশনগুলোর নিরলস তৎপরতার ফলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা'র অশেষ মেহেরবানীতে চরমোনাই'র মাহফিল এখন বাংলাদেশের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশের সকল শ্রেণি ও পেশার ধর্মপ্রাণ মানুষের জন্যে চরমোনাই মাহফিল একটি আস্থার জায়গা তৈরি করেছে। ধর্মপ্রাণ মানুষের আগ্রহ, ভালোবাসা এবং আন্তরিকতায় এই আধ্যাত্মিক মিলনমেলা দিনদিন আরো বিকশিত হচ্ছে। দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে এর খ্যাতি ও সৌরভ। দেশের মানুষের মধ্যে এ মাহফিলের কল্যাণকর প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। চরমোনাই মাহফিলের বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এই মাহফিলে আত্মশুদ্ধির সঠিক শিক্ষার পাশাপাশি মানুষদেরকে দীনের পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেওয়া হয়; যা দেশের অন্য ধর্মীয় জমায়েতগুলোতে পাওয়া যায় না। এজন্যই চরমোনাই মাহফিলের ব্যাপারে সর্বমহলে ভিন্নমাত্রার প্রভাব রয়েছে; যা সমাজ ও রাষ্ট্রকেও সমানভাবে স্পর্শ করে।

চরমোনাই মাহফিল এখন শুধু দেশের সাধারণ দ্বীনদার শ্রেণির জন্যই একটি আধ্যাত্মিক মিলনমেলা নয় বরং এ মাহফিল এখন দেশের হক্কানী ওলামা শ্রেণিরও মিলন মোহনায় পরিণত হয়েছে। দেশের সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও এখন ব্যাপকভাবে শামিল হয় আধ্যাত্মিক এ মিলনমেলায়। যারা সত্যিকার অর্থে এদেশে একটি ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ করতে চায়, খোলাফায়ে রাশেদার আদলে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে, তাদের স্বপ্ন আবর্তিত হয় চরমোনাই মাহফিলকে কেন্দ্র করে।

চরমোনাই'র বিগত দু'টি মাহফিলই ছিল বৈশ্বিক মহামারী করোনার প্রভাবের মধ্যে। করোনার আক্রমণ এখনো একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। অতএব আসন্ন মাহফিলকালীনও মহামারীর প্রভাব থাকবে, এমনটাই আশঙ্কা। তারপরও মাহফিল আয়োজনে তেমন কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না বলেই আমরা আশাকরি। মহান রাব্বুল আলামিন আসন্ন চরমোনাই মাহফিল সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের তৌফিক দিন এবং মাহফিলকে সবার জন্য হেদায়েতের জারিয়া করে দিন, আমীন।